Nirvikalpaka O Savikalpaka Pratyakser Pramatva: Nyayamanjari Abaalambone

নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রমাত্ব : ন্যায়মঞ্জরী অবলম্বনে

DR. CHHANDA CHATTERJEE
Assistant Professor of Philosophy
Balurghat College, Dakshin Dinajpur
(West Bengal) India

Abstract:
There are two stages of perception—indeterminate (nirvikalpaka) and determinate (savikalpaka). The Buddhists hold that indeterminate perception alone is valid, while determinate perception is false knowledge. According to them the object, as we immediately perceive it, is something unique (svalaksana). But the so-called determinate perception is not perceptual in character, since it is a presentative-representative process involving determinations (vikalpa). It is invalid because it apprehends an object associated with its name which does not enter into its constitution. Jayanta Bhatta in his Nyaya Manjari, argues that like indeterminate perception, determinate perception is also valid. The arguments put forwarded by the Buddhist, says Jayanta, to validate the indeterminate perception and invalidate the determinate perception, are not justified. We have discussed the arguments of the Buddhist and the counter arguments of Jayanta Bhatta as we find in Nyaya Manjari.

Keywords: *Nirvikalpaka, Pramanya, Pratyaksa, Savikalpaka, Svalaksana*

বৌদ্ধ দর্শনে দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে- প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই দুই প্রকার প্রমাণের বিষয়ও দুই রকম। যথা স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ। বৌদ্ধরা বলেন স্বলক্ষণ বিষয় হলো নামজাত্যাদিরহিত ক্ষণিক বস্তুসত্তা এবং কেবলমাত্র স্বলক্ষণ বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। বৌদ্ধদর্শনে নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াকে বলা হয় পঞ্চকল্পনা। নামজাত্যাদি পঞ্চকল্পনা শূন্য স্বলক্ষণ বিষয়ের জ্ঞানকে বলে প্রত্যক্ষজ্ঞান। বৌদ্ধরা বলেন যার নামজাত্যাদি বিশেষণ বা বিকল্প নেই তাই নির্বিকল্পক। কাজেই বৌদ্ধদর্শনে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ প্রত্যক্ষ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ যথার্থ প্রত্যক্ষ নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল জয়ন্তভট্টের ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের যথার্থতা ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অযথার্থতা প্রতিপাদনে বৌদ্ধদের যুক্তিগুলির আলোচনা এবং কিভাবে জয়ন্তভট্ট বৌদ্ধদের যুক্তিগুলির অসারতা প্রমান করেছেন তা দেখানো।

জয়ন্তভট্ট তাঁর ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে[১] বলেন, বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা আছে এবং স্বলক্ষণই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সৎ। ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানেই কেবল স্বলক্ষণ গৃহীত হয়। স্বলক্ষণ যে জ্ঞানে গৃহীত হয়, সেই জ্ঞানই তাঁদের মতে যথার্থ প্রত্যক্ষ। কাজেই যথার্থ অর্থে প্রমাণ বলতে বৌদ্ধরা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকেই বুঝিয়েছেন। বৌদ্ধমতে নির্বিকল্পক জ্ঞানেরই প্রামাণ্য সম্ভব, তাই এই জ্ঞান নিয়তই প্রমাণ। তবে বৌদ্ধরা নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও সবিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং প্রত্যক্ষত্ব তাঁরা স্বীকার করেন নি। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে তারা বলেন, যে জ্ঞানে নাম, জাতি ইত্যাদি যোজনা হয় অর্থ্যাৎ যে জ্ঞান বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুকে গ্রহণ করে বা যে জ্ঞান বৈশিষ্ট্যঅবগাহী, সেই জ্ঞানই হলো সবিকল্পক জ্ঞান। বৌদ্ধদের মতে বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান বিকল্পজজ্ঞান এবং বিকল্প যেহেতু সৎ নয়, তাই বিকল্পজ সবিকল্পক জ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়ই তাঁদের মতে একমাত্র সৎ। স্বলক্ষণ হলো নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় এবং এই স্বলক্ষণ অভিলাপের অযোগ্য। কিন্তু পাঁচটি বিকল্প, যথা - নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য এগুলি

স্বলক্ষণের উপরে আরোপিত হলে অভিলাপযোগ্য প্রতীতি উৎপন্ন হয় যাকে তারা বলেন সবিকল্পক জ্ঞান, যার মূলে আছে কল্পনা। নির্বিকল্পক জ্ঞান শব্দের দ্বরা প্রকাশের অযোগ্য। কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রকাশের যোগ্য। বিকল্প ও শব্দ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। বিকল্প থাকলেই তা শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হবে। অর্থবহ শব্দ আছে অথচ তদনুরূপ বিকল্প নেই, এটা হয় না। বৌদ্ধদের মতে সবিকল্পক জ্ঞান হল শব্দজজ্ঞান, যার মূলে আছে অসৎ বিকল্পভাবনা। এইকারণে সবিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব ও প্রামাণ্য বৌদ্ধরা স্বীকার করেন নি।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য খন্ডণে জয়ন্তভট্ট বৌদ্ধদের যুক্তিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সবিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে বৌদ্ধরা বলেন যে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাতজনিত হয়, সেই জ্ঞানই একমাত্র প্রত্যক্ষ। সবিকল্পক জ্ঞান, বৌদ্ধমতে, বাচকশব্দের বা অভিলাপের থেকে উৎপন্ন বলে, এই জ্ঞান ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাত থেকে উৎপন্ন--এরূপ বলা যায় না। বৌদ্ধমতে জনকের লক্ষণ হলো অক্ষেপক্রিয়াকারিত্ব। অর্থাৎ কারণের উৎপত্তির ক্ষণেই তার কার্য্য উৎপন্ন করার সামর্থ্য থাকে। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাত যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের জনক হতো, তাহলে সেই সন্নিকর্ষ অবিলম্বে সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারতো। কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাতের অব্যবহিত পরক্ষণেই সবিকল্পক জ্ঞান বা বিকল্পজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[২] তাছাড়া বৌদ্ধরা বলেন জ্ঞানমাত্রই বাচকশব্দের সঙ্গে সংসর্গযুক্ত। সবিকল্পক জ্ঞানে যে বাচকশব্দগুলি উপস্থাপিত হয়, সেইগুলির জ্ঞান পূর্বের অভিজ্ঞতায় পাওয়া শব্দসংকেতের স্মরণজন্য জ্ঞান। সেক্ষেত্রে অর্থ ক্ষণিক হওয়ার জন্য ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাতের সময় যে অর্থ থাকে, স্মরণ জ্ঞানের সময় সেই অর্থ থাকে না। কাজেই ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাত সবিকল্পক জ্ঞানের জনক, একথা বলা যায় না। বৌদ্ধরা আরও বলেন যে, স্মরণেয় বিষয় পূর্বকালীন এবং প্রত্যক্ষের বিষয় বর্তমানকালীন। সবিকল্পক জ্ঞান শব্দস্মরণের উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, ঐ সবিকল্পক জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় ও বর্তমান বিষয়ের সন্নিপাতজনিত জ্ঞান বলা যাবে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিপাত হয়, এরপর শব্দস্মরণ হয়, তারপর শব্দযোজনাত্মকজ্ঞান বা সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ বর্তমান বিষয়ের অনুভবাত্মক জ্ঞান, তাই তার কোন স্মরণাত্মক অংশ থাকতে পারে না। সবিকল্পক জ্ঞানে শব্দস্মরণ আবশ্যক হয়। যাকে স্মরণ করা হয়, তা বাচকশব্দ এবং বাচকশব্দের বিষয়টি সামান্যাকার এবং এই সামান্যাকার জ্ঞানটি বৌদ্ধমতে বিকল্পের সৃষ্টি বলে সবিকল্পক জ্ঞান বিকল্পজনিত এবং সেহেতু সেই জ্ঞান অপ্রমা। সুতরাং একদিকে সবিকল্পক জ্ঞান যথার্থ প্রত্যক্ষাত্মক নয়, অন্যদিকে তা সম্যগ্‌জ্ঞান তথা প্রমা নয়।[৩]

বৌদ্ধরা বলেন, স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ দুটিমাত্র প্রমেয়। এদের মধ্যে স্বলক্ষণই সৎ এবং এই স্বলক্ষণের গ্রাহক হলো নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। তাই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই যথার্থ। সবিকল্পক জ্ঞানের যে বিষয় তা সৎ নয়, সেই বিষয় অলীক। সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হলো বিকল্প। শুধু তাই নয়, প্রকৃত সৎ স্বলক্ষণ অভিলাপের যোগ্য হতে পারে না। কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান অভিলাপের যোগ্য। অতএব সবিকল্পক জ্ঞনের বিষয় সৎ নয়। সবিকল্পক জ্ঞান বিকল্পযুক্ত বলে প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না।[৪] বৌদ্ধরা বলেন যে, কল্পনা পাঁচ প্রকার। যথা - জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা, নামকল্পনা ও দ্রব্যকল্পনা, এই কল্পনাগুলির ক্ষেত্রে কোথাও অভেদ থাকলেও ভেদ কল্পনা করা হয়, আবার কোথাও ভেদ থাকলেও অভেদ কল্পনা করা হয়।[৫] এইকারণে কল্পনার সৃষ্ট বিকল্পজজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নয়।

ন্যায়মতে জাতি ও জাতিমান বা ব্যক্তির পার্থক্য আছে। যেমন, গো হলো ব্যক্তি এবং গোত্ব হলো গো ব্যক্তিতে সমবেত জাতি। কিন্তু বৌদ্ধমতে ব্যক্তির থেকে অতিরিক্ত জাতি বলে কোন পৃথক সত্তার প্রকৃত অস্তিত্ব নেই।[৬] এইভাবে বৌদ্ধরা দেখান যে, জাতিকল্পনার ক্ষেত্রে অভেদে ভেদের কল্পনা করা হয়। জাতি ও ব্যক্তি তথা জাতিমান স্থলে যেমন অভেদে ভেদ কল্পনা হয়, একইভাবে দ্রব্য ও গুণের ক্ষেত্রেও অভেদের ভেদ কল্পনা করা হয়। বৌদ্ধমতে গুণাতিরিক্ত গুণী বলে প্রকৃত কিছু নেই। যখন তথাকথিত গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা হয়, তখন গুণাতিরিক্ত দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করা হয় না। অথচ সবিকল্পক প্রত্যক্ষে গুণ ও গুণী বা দ্রব্যের পৃথক ভাবে কল্পনা করা হয়। এই পৃথক কল্পনাজনিত সবিকল্পক জ্ঞানে তাই অভেদে ভেদ কল্পনা করা হয়।[৭] বৌদ্ধরা বলেন, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে। 'দেবদত্ত গমন করছে' বলার সময় 'দেবদত্ত' ব্যক্তিকে ও 'গমন' ক্রিয়াকে ভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। বৌদ্ধমতে ক্রিয়ারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ক্রিয়াবান কর্তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ক্রিয়াবান বা কর্তাকে মানলে আত্মাকে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধরা নৈরাত্ম্যবাদী। তাঁরা গুণ, ক্রিয়া, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, সংস্কারের অতিরিক্ত কোন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। ক্রিয়াতিরিক্ত কর্তা না

থাকা সত্ত্বেও ক্রিয়া ও কর্তার মধ্যে যে ভিন্নত্বের কল্পনা যে জ্ঞানে হয়, সেই জ্ঞানটি কল্পনাজনিত। এই জ্ঞানের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ না থাকায়, এই জ্ঞানটি অভেদে ভেদের কল্পনাজনিত অযথার্থ জ্ঞান, কাজেই অপ্রমা।[৮]
ভেদে অভেদ কল্পনা দেখাতে গিয়ে বৌদ্ধরা নামবান ও নামের কথা বলেছেন। 'অয়ং চৈত্রঃ', এক্ষেত্রে নামবান থেকে নাম ভিন্ন, অথচ 'অয়ং চৈত্রঃ', এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে নাম ও নামবানের অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। কারণ, 'চৈত্র' হল সংজ্ঞাশব্দ এবং 'অয়ম' বা 'ইনি' অর্থ। এদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যবিশেষণ ভাব না থাকলেও, সেই বিশেষ্যবিশেষণভাব কল্পনা করে 'অয়ং চৈত্র' ('ইনি চৈত্র') এই জ্ঞান হয়। তাছাড়া ভিন্ন দুটি দ্রব্যের অভিন্নত্ব কল্পনা করা হয়। যেমন, বলা হয় 'দণ্ড্যয়ম' এই জ্ঞানে 'দন্ড' এবং 'পুরুষ', এরা উভয়ই দ্রব্য। কিন্তু যখন সম্মুখস্থ ব্যক্তির দন্ডী বলে জ্ঞান হয়, তখন দন্ডবিশিষ্ট পুরুষের জ্ঞান হয়। ঐ জ্ঞানে দন্ডযুক্ত, এই প্রকার বিশেষণের দ্বারা সম্মুখস্থ ব্যক্তি, যা স্বরূপতঃ দ্রব্য, তা বিশেষিত হয়ে থাকে। বিশেষণের বিশেষ্য থেকে পৃথকভাবে থাকা সম্ভব না হওয়ার জন্য বিশেষণ ও বিশেষ্যের সমানাধিকরণ্যের জ্ঞান হয়। কিন্তু বৌদ্ধমতে 'দন্ড' এবং 'পুরুষ' ভিন্ন হওয়ায় 'দন্ডীঃ পুরুষঃ' এই জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে বিশেষণ ও বিশেষ্যের অভেদ অর্থাৎ সমানাধিকরণ্যের কল্পনা করা হয়।[৯] এই কারণে বৌদ্ধরা সিদ্ধান্ত করেন যে, সবিকল্পক জ্ঞানে অভেদ স্থানে ভেদ ও ভেদ স্থানে অভেদ কল্পনা হওয়ায় সবিকল্পক জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রথা বলা যায় না।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য খন্ডণের জন্য বৌদ্ধরা যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, জয়ন্তভট্ট নানাভাবে সেই যুক্তিগুলির সমালোচনা করে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। জয়ন্তভট্ট বলেন যে, ধর্মকীর্তি 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ং অভ্রান্তম্', এইভাবে প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ করেছেন, সেই লক্ষণটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ লক্ষণটি একদিকে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট এবং অপরদিকে পুনরুক্তি ও বৈফল্য দোষে দুষ্ট। প্রত্যক্ষজ্ঞান বলতে যদি একমাত্র সম্পূর্ণভাবে কল্পনাবিরহিত জ্ঞানকেই বোঝানো হয়, তাহলে সবিকল্পক রূপ প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের কোন প্রকার বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। যথা, সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক। প্রত্যক্ষকে কল্পনাবিযুক্ত বললে প্রত্যক্ষের লক্ষণটি সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় ঐ লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। এছাড়া 'কল্পনাপোঢ়' পদটির দ্বারাই সব রকম ভ্রমাত্মক জ্ঞানের প্রতিষেধ হওয়ায় প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্তম্' পদটির যোজনা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'কল্পনাপোঢ়' বলতেই প্রত্যক্ষের অভ্রান্তত্ব সূচীত হওয়ায় 'অভ্রান্ত' পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে পুনর্বার দেওয়াতে প্রত্যক্ষের লক্ষণটি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হয়।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য জয়ন্তভট্ট বৌদ্ধদের যুক্তিগুলির অসারতা প্রতিপাদনে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

প্রথমত: জয়য়ন্তভট্টের মতে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ শব্দসংসৃষ্টভাবে অর্থের বোধ জন্মায় ঠিকই, কিন্তু জয়ন্তভট্টের মতে এই শব্দসংসর্গযোগ্য অর্থটি অলীক নয়। শব্দসংসৃষ্ট অর্থটি এক্ষেত্রে জাতি। এই জাতি ন্যায়মতে সৎ পদার্থ। সুতরাং জাতির গ্রাহকজ্ঞানটি জয়ন্তের মতে অলীকের গ্রাহক অপ্রমাণ নয়। এই জাতিজ্ঞান সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক উভয়প্রকার প্রত্যক্ষেরই বিষয় হয়ে থাকে।[১০]

দ্বিতীয়ত: জয়ন্তভট্ট বলেন যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য নয়, এরূপ বলা যাবে না। কারণ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেমন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্বয়ব্যতিরেক থাকায় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষটি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, সেইরকম ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অন্বয়ব্যতিরেক থাকায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষটিও ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সংজ্ঞাশব্দের স্মরণকে অপেক্ষা করে উৎপন্ন হলেও ঘটের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হওয়ার পর কেউ কিন্তু চোখ বন্ধ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ঘটকে পট বলে কল্পনা করে না। এইভাবে জয়ন্তভট্ট দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানই। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ এককভাবে সবিকল্পক জ্ঞানকে উৎপন্ন করে না। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের পরে শব্দসংকেতের স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণ সহকারী কারণরূপে মুখ্যকারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করতে সাহায্য করে। যেমন, রূপপ্রত্যক্ষ স্থলে যেরূপ প্রদীপের আলো প্রভৃতি প্রত্যক্ষের কারণসামগ্রীর অন্তর্গত হয়ে রূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, একইভাবে শব্দস্মৃতিও প্রত্যক্ষের কারণ সামগ্রীর অন্তর্গত সহকারী কারণ রূপে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে।[১১]

বৌদ্ধরা প্রশ্ন করতে পারেন যে, সহকারী কারণের দ্বারা মুখ্যকারণে যে অতিশয় উৎপন্ন হয়, সেই অতিশয়ের সঙ্গে মুখ্য কারণটি ভিন্ন না অভিন্ন ? বৌদ্ধমতে এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যদি বলা হয় যে, সহকারী কারণকৃত অতিশয়টি মুখ্যকারণ থেকে ভিন্ন, তাহলে ঐ অতিশয়টিকেই কারণ বলা যায় এবং সেক্ষেত্রে মুখ্য কারণের কার্য্য উৎপাদনে কোন ভূমিকা থাকে না। অন্যদিকে যদি বলা হয় যে, অতিশয়টি মুখ্যকারণের সঙ্গে অভিন্ন, তাহলে মুখ্যকারণের ঐ অতিশয়টি উৎপন্ন হওয়ার জন্য পূর্বের মুখ্যকারণটির স্বভাব বিনষ্ট হওয়ায় ঐ মুখ্যকারণটিকেই কার্যের উৎপাদক বলা যাবে। এই আপত্তির উত্তরে জয়ন্তভট্ট বলেন যে, বৌদ্ধরাও তো রূপপ্রত্যক্ষস্থলে মুখ্যকারণ (চক্ষুরিন্দিয়-সন্নিকর্ষ) ছাড়াও আলোক ও মনঃসংযোগকে সহকারী কারণ রূপে মেনেছেন। সেক্ষেত্রেও তো সহকারীকৃত অতিশয়ের সঙ্গে মুখ্য কারণের ভিন্নত্ব অথবা অভিন্নত্বের আপত্তি উঠতে পারে। সহকারী কারণকে মানলে দোষের সম্ভাবনা যদি নৈয়ায়িক ও বৌদ্ধ, উভয় মতেই সমান হয়, তাহলে শব্দস্মৃতিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের উৎপত্তির পক্ষে সহকারী কারণরূপে মানতে বাধা কোথায়?[১২]

সংকেতস্মরণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও সবিকল্পক জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে একথা মানতে জয়ন্তভট্ট রাজী নন। তিনি বলেছেন যে, বৌদ্ধমতেও কোন একটি কার্য্যের একটিমাত্র জনক হয় তা বলা হয় না।[১৩] বৌদ্ধরা বলেন মুখ্যকারণ সহকারী কারণের সাহায্য নিয়ে কার্য্যের জনক হয়। যেমন, রূপপ্রত্যক্ষ করতে গেলে প্রদীপের আলোক, মনঃসংযোগ প্রভৃতিও রূপপ্রত্যক্ষের কারণসামগ্রীর অন্তর্গত হয়। আলোক এবং মনঃসংযোগ কিন্তু সেক্ষেত্রে রূপ ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ এবং তাদের কার্য্য যে রূপপ্রত্যক্ষ তার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে না।[১৪] অনুরূপভাবে সংজ্ঞাশব্দের স্মরণও প্রত্যক্ষ সামগ্রীর অন্তর্গত হয়ে রূপপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে বলে, এইকথা বলা যুক্তিযুক্ত নয় যে, স্মরণ প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত অর্থ এবং তদুৎপন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। শব্দ বিষয় প্রকাশক। সুতরাং প্রদীপের আলোক, মনঃসংযোগ প্রভৃতির ন্যায় সংজ্ঞাশব্দের স্মরণও প্রত্যক্ষের বিষয় এবং তদুৎপন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে না (অর্থাৎ শব্দস্মরণ বিষয়ের প্রকাশের প্রতিরোধের সৃষ্টি করে না)। এছাড়া বাচকশব্দের স্মৃতির পূর্বে যেমন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপ ব্যাপার বর্তমান থাকে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের সময়েও সেই ব্যাপারটি বাচকশব্দের স্মৃতির পরেও থেকে যায়।[১৫]

তৃতীয়ত: জয়ন্তভট্ট বলেন যে, 'বৌদ্ধরা যদি বহুপ্রয়াসসাধ্যত্ব'কে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অপ্রমাত্বের কারণ বলেন, তবে তাঁদের বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ, পর্বতের চূড়ায় কষ্ট করে উঠে যার প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষ বহু প্রয়াসসাধ্য বলে সেই প্রত্যক্ষকে অপ্রমাণ বলা যাবে না। অতএব সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে মানতে হবে।[১৬]

চতুর্থত: বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষের উপরে বিচারকত্ব আরোপ করার জন্য ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না । জয়ন্তভট্ট বলেন যে, জ্ঞান কখনও বিচ্যরক হতে পারে না। বিচারক হবে জ্ঞাতা যে ইচ্ছা করে, পূর্বাপরের অনুসন্ধান করে তাকে বিচার করে, দ্বেষ করে, যত্ন করে, গ্রহণ-পরিত্যাগ করে এবং সুখ ভোগ করে। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ তো জ্ঞানবিশেষ, তাই তা কখনও জ্ঞাতা হতে পারে না, আর জ্ঞাতা না হলে তাকে কোনো মতে বিচারক বলা যায় না। কাজেই 'বিচারকত্ব' দিয়ে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য খন্ডণ করা যায় না।[১৭]

পঞ্চমত: বৌদ্ধরা মনে করেন যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষে ভেদে অভেদ ও অভেদে ভেদের আরোপ হয়, তাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতে পারে না। কিন্তু জয়ন্তভট্টের মতে বৌদ্ধদের এই আপত্তি যথার্থ নয়। কারণ, জাত্যাদি যোজনা প্রভৃতি পাঁচটি কল্পনার ক্ষেত্রে ভেদে অভেদ ও অভেদে ভেদ আরোপিত হয় না। উপরন্তু ভেদের স্থলে ভেদেরই জ্ঞান হয়, এবং অভেদ স্থলে অভেদেরই জ্ঞান হয়। ন্যায়মতে জাতি ও জাতিমান বাস্তবিকপক্ষে ভিন্ন এবং গুণও গুণী থেকে বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন। সবিকল্পক জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতি ও জাতিমানের অভিন্নত্বের এবং গুণ ও গুণীর অভিন্নত্বের জ্ঞান হয় না, বরং এদের সকলের ভিন্ন ভাবেরই জ্ঞান হয়। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী এবং ক্রিয়া ও কর্তা বাস্তবিকপক্ষে ভিন্ন। সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী এবং ক্রিয়া ও কর্তার অভিন্নত্বের জ্ঞান হয় না, বরং ভিন্ন রূপেই এরা জ্ঞাত হয়। সংজ্ঞা শব্দের ক্ষেত্রে ভেদযুক্তেরই প্রতীতি হয়। সম্মুখে পরিদৃশ্যমান বস্তুটি দেবদত্ত শব্দ, এইভাবে দেবদত্ত শব্দের অভিধেয় অর্থের সঙ্গে দেবদত্ত শব্দের অভেদ বিষয়ক জ্ঞান হয় না। একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের থেকে ভিন্ন। দ্রব্যস্বরূপ দন্ডী পুরুষ এবং দন্ডরূপ দ্রব্য, এরা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত থাকে। এই পুরুষটি দন্ডী, এই জ্ঞানকালে দন্ডীকে বিশেষ্যরূপে এবং দন্ডযুক্তত্বকে তার বিশেষণরূপে জানা হয়। এই বিশেষণ

ও বিশেষ্যের সমানাধিকরণ্যের জ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞান উৎপন্ন করে। 'এইটি দন্ড' এই কথা বললে দন্ডীপুরুষ দেবদত্তের জ্ঞান হয় না। কিন্তু 'ইনি দন্ডী' এইকথা বললে দন্ডীপুরুষ দেবদত্তের জ্ঞান হয়। দন্ড ও দন্ডী প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন এবং সবিকল্পক জ্ঞানে তাদের ভিন্নত্বেরই জ্ঞান হয়। ঐ জ্ঞানে ভিন্ন বস্তুতে অভিন্নত্বের জ্ঞান হয় না। কাজেই জয়ন্তভট্টের মতে, জাত্যাদি কল্পনার ক্ষেত্রে অভেদে ভেদের কল্পনা এবং ভেদে অভেদের কল্পনা হয় না। সুতরাং জাত্যাদি কল্পনার ক্ষেত্রে ভেদে অভেদের আরোপ এবং অভেদে ভেদের আরোপ হয়, ফলে যেখানে যা নেই সেখানে তার জ্ঞান হয় (অতস্মিন্ তদ্গ্রহ), বৌদ্ধদের এই মত যুক্তিসঙ্গত নয়। ফলে এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদের মত অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কল্পনানিবন্ধন হওয়াতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ, এই মতকে যুক্তিসঙ্গত বলে মানা যায় না।[১৮]

এই প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্ট বলেন যে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষমাত্রই যদি অপ্রমাণ হয়, তাহলে সেখানে তার অপ্রমাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বাধকজ্ঞান বা প্রমাণকে প্রদর্শন করা অবশ্যই কর্তব্য। যেমন, শুক্তিতে রজতজ্ঞান হলো অপ্রমা। কারণ 'ইহা শুক্তি, ইহা রজত নহে', এরূপ বাধকজ্ঞান থাকার জন্যই শুক্তিকায় রজতজ্ঞানকে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, গুণবিশিষ্ট গুণী, ক্রিয়াযুক্ত কর্তা প্রভৃতি সবিকল্পক জ্ঞানকে যদি ভ্রান্তজ্ঞান বলে অপ্রমা হিসাবে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ঐ সব জ্ঞানের বাধক কোন প্রমাজ্ঞানকে দেখাতে হবে, যার দ্বারা এই সবিকল্পক প্রত্যক্ষগুলি অপ্রমা বলে স্থির করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাতি, কর্তা, গুণবিশিষ্ট গুণীর জ্ঞান তো আমাদের হয়ে থাকে। এই জ্ঞানগুলির বাধকজ্ঞান দেখানো যাবে কিভাবে ? বৌদ্ধরা তো সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বাধক কোন জ্ঞান দেখান নি।[১৯]

জয়ন্তভট্টের মতে, বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় এবং সামান্যলক্ষণ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়। অথচ তারা বলেন যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে অনুসরণ করে এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রেও জয়ন্তভট্ট প্রশ্ন তুলেছেন যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনুসরণ করে এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বলে যদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহলে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়, স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদব্যাবৃত্ত স্বলক্ষণ থেকে কি করে সবিকল্পক প্রত্যক্ষে সামান্যলক্ষণের জ্ঞান উৎপন্ন হয়? অতএব স্বীকার করতে হবে যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উভয়েরই বিষয় হলো সামান্য বা জাতি।[২০]

পরিশেষে জয়ন্তভট্ট বলেছেন, বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণ স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত। কাজেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় যেহেতু স্বলক্ষণ ব্যাবৃত্ত বিষয় আছে সেহেতু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ব্যাবৃত্তির জ্ঞানও আছে, একথা বৌদ্ধদের মানতেই হয়। অনুরূপ ন্যায়মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় সামান্যলক্ষণ, স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ব্যাবৃত্ত। ফলে সামান্যলক্ষণের জ্ঞানের ব্যাবৃত্তির জ্ঞান আছে। এখানে জয়ন্তভট্ট প্রশ্ন তোলেন যে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ব্যাবৃত্তিরূপ (বিচারবিশ্লেষণাত্মক) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি বৌদ্ধমতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে স্বীকৃত হয়, তাহলে সবিকল্পক প্রত্যক্ষেও ব্যাবৃত্তি থাকার জন্য সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বৌদ্ধমতে প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হবে। বৌদ্ধরা অবশ্য বলতে পারেন যে, ইতরব্যাবৃত্তি কল্পনার সৃষ্টি। সেই অনুসারে ইতরব্যাবৃত্ত সামানালক্ষণও কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু জয়ন্তভট্ট বলেন যে, ন্যায়মতে ব্যাবৃত্তি ও ব্যাবৃত্ত অভিন্ন হওয়ায় নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ব্যাবৃত্তি এবং ব্যাবৃত্ত উভয়কেই সৎ পদার্থ বলে গণ্য করা উচিৎ। সামান্যলক্ষণের জ্ঞানে যে ব্যাবৃত্তি আছে সেই ব্যাবৃত্তিটি কল্পিত বিষয় না হওয়ায় ব্যাবৃত্ত সামান্যকে কল্পিত বলে গণ্য করা উচিৎ নয়।

Acknowledgement: This article is the part of the U.G.C. Minor Research Project entitled ***ভারতীয় দর্শনে প্রমাণতত্ত্ব : মত ও মতান্তর*** **[Bharatiya Darsane pramantattva: Mat O Matantar].** I am very much grateful to University Grant Commission for their financial support in pursuing my research project.
I am also grateful to my husband Dr. Amiya Chatterjee, my two daughters Arjita and Srijita for their constant inspiration to my academic life.

উল্লেখপঞ্জী

১. জয়ন্তভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী, বঙ্গানুবাদ পঞ্চানন তর্কবাগীশ, সম্পাদনা অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬
২. শব্দসংসর্গযোগ্যার্থপ্রতীতিঃ কিল কল্পনা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২১।
৩. যঃ প্রাগজনকো বুদ্ধেরুপযোগাবিশেষতঃ।স পশ্চাদপি তেন স্যাদর্থাপায়েঽপি নেত্রধীঃ।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৩।
৪. নন্বভিলাপসংসর্গযোগ্য-প্রতিভাসত্বাদপি হি কমন্যং দোষং মৃগয়তে ভবান্ ?.....শব্দার্থস্য বাস্তবস্যাভাবাৎ।পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৩।
৫. পঞ্চ চৈতাঃ কল্পনা ভবন্তি--জাতিকল্পনা, গুণকল্পনা, ক্রিয়াকল্পনা, নামকল্পনা, দ্রব্যকল্পনা চেতি। তাশ্চ ক্বচিদভেদেঽপি ভেদকল্পনাৎ ক্বচিচ্চ ভেদেঽপ্যভেদকল্পনাৎ কল্পনা উচ্যন্তে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৯।
৬. জাতিজাতিমতোর্ভেদো ন কশ্চিৎ পরমার্থতঃ। ভেদারোপণরূপা চ জায়তে জাতিকল্পনা।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৯।
৭. এতয়া সদৃশন্যায়ান্নন্তব্যা গুণকল্পনা। তত্রাপ্যভিন্নয়োর্ভেদঃ কল্প্যতে গুণতদ্বতোঃ।।পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৯।
৮. ভেদারোপণরূপৈব গুণবৎ কর্মকল্পনা। তৎস্বরূপাতিরিক্তা হি ন ক্রিয়া নাম কাচন।।পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৯।
৯. এবং দন্ড্যয়মিত্যাদির্মন্তব্যা দ্রব্যকল্পনা। সামানাধিকরণ্যেন ভেদিনোর্গ্রহণাৎ তয়োঃ।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪২৯।
১০. শব্দার্থস্য বাস্তবস্য সমর্থয়িষ্যমাণত্বাৎ। কঃ পুনরসাবিতি চেদ্ য এব নির্বিকল্পকে প্রতিভাসতে। নির্বিকল্পকে সামান্যদিকমবভাসতে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩২।
১১. বাচকস্মরণমপি সামগ্রান্তর্গতমেত্যপ্রত্যয়জন্মনি ব্যাপ্রিয়তে ইতি ন বাচকস্মরণজনিতত্বেন স্মার্তত্বাদপ্রমাণং। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
১২. ভবৎপক্ষেঽপি তুল্যাস্তে। যতুভয়োর্দোষো ন তেনৈকশ্চোদ্যো ভবতি।পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
১৩. ন বৈ কিঞ্চিদেকং জনকমিতি ভবন্তোঽপি পঠন্তি। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
১৪. নহি দীপেন বা মনসা বা বিজ্ঞানহেতুনা কদাচিদর্থেঃ ব্যবধীয়তে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
১৫. স্মৃতিবিষয়ীকৃতঃ শব্দস্তমর্থং ব্যবধত্তে ইতি চেন্ন, শব্দস্য তৎপ্রকাশকত্বেন জ্ঞানবদ্ দীপবদ্বা ব্যবধায়কত্বাভাবাৎ ন চেন্দ্রিয়ব্যাপারতিরোধানং ব্যবধানম্। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৪।
১৬. ন হি গিরিশৃঙ্গমারুহ্য যদ্গৃহ্যাত, তদপ্রত্যক্ষত্বমিতি। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৬।
১৭. সর্ব্বত্র জ্ঞানস্য বিচারকত্বানুপত্তেঃ। বিচারকো হি মাতা, স হি পশ্যতি স্মরত্যণুসন্ধত্তে, বিচারয়তীচ্ছতি, দ্বেষ্টি, যততে, গৃহ্নাতি, জহাতি, সুখমনুভবতীতি। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৬।
১৮. (ক) জাতির্জাতিমতো ভিন্না গুণী গুণগণাৎ পৃথক্। তথৈব তৎপ্রতীতেশ্চ কল্পনোক্তিরবাধিকা।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৭।
(খ) দ্রব্যনাম্নৈস্ত ভিন্নয়োর্ভেদেনৈব প্রতীতির্নাভেদকল্পনা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৮।
(গ) ন হি দেনদত্তশব্দোঽয়হিত্যেবং তদ্বাচ্যাবগতিরেষা। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৮।
(ঘ) যত্ত্বভ্যধায়ি ভিন্নেষ্বভেদমভিন্নেষু চ ভেদং কল্পয়ন্ত্যঃ কল্পনা অতস্মিংস্তদ্গ্রহে প্রামাণ্যমবজহতীতি, তদযুক্তম্। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৭।
(ঙ) ন হি দন্ডোঽয়মিতি দেবদত্তে প্রতীতিঃ, অপি তু দন্ডীতি। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৯।
(চ) ক্রিয়া হি তত্ত্বতো ভিন্না ভেদেনৈব চ গৃহ্যতে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৯।
১৯. (ক) বাধকান্তরস্য চ নেদমিতি প্রত্যয়স্য শুক্তিকারজতজ্ঞানাদিবদ্ ভবৈবানভ্যুপগমাৎ। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩২।
(খ) ন চ ভবদুপবর্ণিতাসু পঞ্চস্বপি জাত্যাদিকল্পনাসু বাধকং কিঞ্চিদস্তীতি নাতস্মিংস্তদ্গ্রাহিণ্যঃকল্পনা ভবন্তি। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৩৭
২০. (ক) নির্ব্বিকল্পানুসারেণ সবিকল্পকস্তবাৎ। গ্রাহ্যং তদানুগুণ্যেন নির্বিকল্পস্য মন্মহে।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৪১
(খ) গৃহীতে নির্বিকল্পেন ব্যাবৃত্তে হি স্বলক্ষণে। অকস্মাদেব সামান্যবিকল্পোল্লসনং কথম্।। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪৪১